ভোরের কাগজ

DEC. 09 1999

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

103

পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার করাই কাল হয়েছে ডা. নীলকান্তের

শাহেদ সিদ্দিকী : নকল করার দায়ে এক ছাত্রকে পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার করাই কাল হয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডা. নীলকান্ত ভট্টচার্যের। এ কারণেই বারবার তিনি সন্ত্রাসী হামলার শিকার হচ্ছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ৫ম বর্ষের বহিষ্কৃত ঐ ছাত্রকে গত মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র শিক্ষকদের গ্রুপিঙের কারণেই ডা. নীলকান্ত হামলার শিকার হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছে।

এদিকে, ডা. নীলকান্তের ওপর হামলার অভিযোগে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ৫ম বর্ষের ছাত্র ও বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তারকৃত ফয়সলের ব্যাপারে গতকাল পুলিশ নানা তথ্য দিয়েছে। পুলিশ জানায়, গত সেপ্টেম্বরে পরীক্ষায় নকলের অভিযোগে নাক-কান-গলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. নীলকান্ত ফয়সালকে বহিষ্কার করেন। এরপরই গত ২৪ সেপ্টেম্বর ডা. নীলকান্তের বাসায় চাঁদার দাবিতে হামলা চালানো হয়। ঐ ঘটনার পর ফয়সল ঢাকায় চলে যায়। গত ২৭ নভেম্বর সে ঢাকার গোড়ান এলাকা থেকে নয়ন নামে ১৪/১৫ বছর বয়সী এক কিশোরীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে চট্টগ্রামে নিয়ে আসে। নয়নকে সে বিয়ে করেনি। নয়ন গতকাল মহানগর হাকিম রুহিদাশ জোয়ারদারের আদালতে ১৬৪ ধারার জবানবন্দীতে বলেছে, গত ৬ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় সে এবং ফয়সল মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবনের সামনে কথা বলছিল। সন্ধ্যা ৭টার দিকে অপরিচিত এক যুবক তাদের সামনে হাজির হয় এবং ফয়সালকে বলে, 'স্যারকে একবার মেরেছি। চল, আজ আবার মেরে আসি।' এ সময় ফয়সাল ঐ যুবকটিকে টেনে নয়নের সামনে থেকে দূরে নিয়ে যায়। নয়ন তার জবানবন্দীতে আরো বলেছে, ফয়সাল এদিন রাত ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত তার সঙ্গে ছিল না। সে কোথায় ছিল তা নয়ন জানে না।

উল্লেখ্য, গত ৬ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৮টার দিকে মেডিকেল কলেজের সামনে অবস্থিত ডা. নীলকান্তের চেম্বারে হামলা চালিয়ে তাকে আহত ৩৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এর আগে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ডা. নীলকান্তের পরিবারের ওপর হামলার সময়ও ফয়সাল ছিল বলে জানা গেছে। ঐ ঘটনার ব্যাপারে ফয়সালকে ডা. নীলকান্তের পরিবারের সদস্যরা (ডা. নীলকান্ত নয়) প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করেছেন। এদিকে ডা. নীলকান্তের ওপর দুদফা হামলার ব্যাপারে জড়িত নয় বলে ফয়সাল গতকাল ডিবি অফিসে সাংবাদিক ও পুলিশের কাছে দাবি করেছে।

ডা. নীলকান্তের ওপর হামলার অভিযোগে পুলিশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের আরো দুই ছাত্রকে খুঁজছে। গতকাল গ্রেপ্তারকৃত ফয়সালকে গত ২৪ সেপ্টেম্বর এবং ৬ ডিসেম্বর ডা. নীলকান্তের ওপর হামলার অভিযোগে আদালতে প্রেরণ করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঐ দুই মামলায় পৃথকভাবে ১০ দিনের রিমাণ্ড চাওয়া হয়। আদালত রিমাণ্ডের ব্যাপারে আগামী রোববার শুনানির দিন নির্ধারণ করে ফয়সালকে কারাগারে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে, কিশোরী নয়নকে গত ৬ ডিসেম্বরের ঘটনায় সাক্ষী হিসেবে নিয়েছে পুলিশ। গতকাল তাকে কারাগারে নিরাপত্তা হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। তাকে নেওয়ার জন্য তার কোনো অভিভাবক গতকাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে আসেননি।